পণ

বিধান দে।

সারাজীবন কাজই করে এলেন দেব বাবু। এখন এই ষাট উর্দ্ধ বয়সে সকাল বিকেল দু'বেলা হাঁটা ডাক্তারের নির্দেশ। হার্ট আর ব্লাডসুগারের অব্যর্থ দাওয়াই। একে তাই ভ্রমন বলা যায় না। এও কাজ।

পর পর আটটা লাইট পোষ্ট পেরোলে দীঘল বাঁকের টানা লম্বা পথটা প্রমোদ বাবুর বাড়ির সামনে এসে শেষ হয়। এক পাশে সবুজ ধানের ক্ষেত আর পাশে অজস্র টিনের চালা ঘর বাড়ি। সকালে পথের পার্শ্বে গরু মোষ ছাগল বেঁধে যায় গেরস্থ আর সন্ধ্যে বেলা শঙ্খ- কাঁসেরঘন্টা- হুলু ধ্বনিতে দেব বাবু আপন মনে হেঁটে যান।

গত সপ্তাহ দশ দিন ধরে অর্দ্ধেন্দু পুরকাইত সদ্য তহশীলদারের চাকরি থেকে রিটায়ার্ড হয়ে ঐ আরেক ডাক্তারের পরামর্শে হাঁটা শুরু করেছেন দেব বাবুর সঙ্গে। ভালই হলো বয়সে ছোট হলে কী হবে, অর্দ্ধেন্দু তাসের আড্ডার পাক্কা খেলুড়ে ছিল। উবু হয়ে বসে ভুল ধরে ধরে দিত। কখনও বলত টেক্কা দেন, ট্রাম্প করেন কী যে খেলেন।

-ডাইমন্ড তিন খানা নিয়ে বিবি দিলেন কোন যুক্তিতে দেব বাবু !

-দিলাম কেন, জানো ? কাল বার্ডসনের নাম শুনেছ ? শুনোনি তো, সব কিছু পড়তে হয়। এটা ব্রিজ খেলা। গামছা পাতা টোয়েন্টি নাইন নয় হে- কাল বার্ডসন বলেলেন, থার্ড হ্যান্ড মাস্ট বি হাইয়েস্ট।' নিয়ম মেনে খেলবে তো, না কি !

এইমাত্র পঞ্চম লাইটপোষ্টটা পেরোলেন অন্তরীক্ষ দেব মহাশয়। হাতের লাঠি দিয়ে টং করে শব্দ করেন পঞ্চম লাইট পোষ্টে। এবার ষষ্ঠ নম্বরের আগে লাঠিটা ধরলেন আবার শক্ত করে। জীবনে আগে থাকতে তৈরি হওয়া উনার বরাবরের অভ্যেস। মানুষ অভ্যেসের দাস। নিয়ম মেনে চলা অবশ্যই একজন সার্থক লোকের জীবনীর প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথম কথা। এই যে হাঁটাছেন উনি, অন্য লোক হলে শুধু ডাক্তারি নিয়মে ঘাস ঝরিয়ে হাঁটতেন। বড়জোর আশপাশে তাকাতেন দৃশ্য দেখতেন। কিন্তু দেব বাবুর হাঁটা পথে কত কী বিশ্ব ব্রহ্মান্ড দেখতে পেলেন -পথের পাশে কটা কী জাতের গাছ, কী কী পাখি বসে, ক'টা বসার জায়গা, পাশের খাল ডুবায় পানকৌড়ি, বক, পাতি হাঁসেরা কী ভাবে খেলা করে, লাইট পোষ্ট গুলিতে কী আছে সব তার নখ দর্পনে। এই যেমন এক নং লাইট পোষ্টে একটা পোষ্টারে লেখা আছে- 'সবাই পড়, সবাই এগিয়ে যাও'। ওটা রাষ্ট্রীয় শিক্ষা মিশনের প্রোগ্রাম। একটা লাল কালো কাঠ পেন্সিলে চড়ে বসা একটা খুকী আর খোকার মিষ্টি ছবি। দুই নং পোষ্টে একটা পাখির নীড়। পাশে দু'টি ফিঙে সব সময়ই প্রায় ইলেকট্রিক তারে বরে থাকে মনে হয় এই নীড়ের মালিক। তিন নং এ সস্তায় কম্পিউটার শিক্ষার বিজ্ঞাপন। চার নং এ বিদ্যুত দপ্তরের কঙ্কাল আঁকা একটা ডেঞ্জার বোর্ড সাঁটা আছে। পাঁচ এ চক দিয়ে লেখা চুমকী প্লাস টুকাই ইকুয়েলটু এল। পাগল ছেলেদের কাজ। এই ভাবে দেখার সঙ্গে প্রতিটি পোষ্টের দূরত্ব কত ? কত সময় লাগে ? টোটাল কত ফুট ? মিটারে কনভার্ট করলে.....

এই ভাবে জীবনটাই দেখছেন দেব বাবু। এটা ওর অভ্যাস। কারন, মানুষ অভ্যাসের দাস। দেব বাবু আবার ওসব দাস ফাঁস বলেন না, উনি বলেন ডিসিপ্লিন্ড। দাস্ কী হে !

সেদিন মর্নিং ওয়াক করতে করতে অর্দ্ধেন্দুর অনুরোধে গেলাম ওর মধ্য নয়াপাড়ার বাড়িতে। উঠোন জুড়ে প্যাঁচ প্যাঁচে জল আছে। দুব্বা ঘাস। বারান্দার পাশে টবে একটা গোলাপ গাছে তিনটি বড় বড় গোলাপ ফোঁটে রয়েছে। চার চালা টিনের ঘর। মাঝে পাকা। হাফ-ওয়াল বাঁশের চাম্পাখাম্পার আলকাতরা দেওয়া বেড়া। ঘরের পাশ ঘেঁসে মাথা তুলে রয়েছে একটা করমচা গাছ। জৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে করমচা জামাই ষষ্ঠী পূজোতে লাগে। মা ষষ্ঠী সন্তান- সন্ততি রক্ষাকারী দেবী। জামাই বাবার আয়ু বৃদ্ধিকারী ষাট ষষ্ঠী মাতা। বাঙালি হিন্দু কালচারে এই দেবীর পূজো অর্চ্চনার প্রচলন আছে। গাছটাতে সিন্দুর বর্ণের কিছু ফলও রয়েছে দেখলেন দেব বাবু।

-কি হে অর্দ্ধেন্দু করমচা গাছ দেখছি ! কোথায় পেলে ?

- তা আর বলবেন না ঐ আমার গিন্নির কারবার আর কী !

জামাই ষষ্ঠীতে লাগে বলে একেবারে গাছ সুদ্ধ লাগিয়েছে।

- 'তা বেশ তো, ভালই '- বলে হাসলেন দেব বাবু।

'কার কাছে নিন্দে করছো সাত সকালে' -বলেই ঘোমটা টেনে, গলদঘর্ম হয়ে ঘর থেকে বের হলেন মৌমিতা দেবী, মানে অর্দ্ধেন্দুর বৌ।

- নাহে, তোমার নিন্দে কার কাছে করবো। উনি বলছিলেন.....

- থাক, থাক, আর ভনিতার প্রয়োজন নেই। সক্কাল বেলা বেরোলে তো মাফলার- টুপিটাও নিলে না। এবার যদি আবার..... মৌমিতার কথায় বাধা দিয়ে অর্দ্ধেন্দু বলল- দাদাকে এনেছি চা- টা করো।

ঘরে গিয়ে বসলেন অন্তরীক্ষ। ছিমছাম গোছানো ঘর। একটা পড়ার টেবিলে ছোট্ট তের চৌদ্দ বৎসরের ছেলে পড়ছে। হাফসার্ট থ্রি কোয়ার্টার প্যান্ট পড়া। কোকড়ানো চুল। সে দোলে দোলে পড়ছে 'কোনো বস্তুর ভর বেগের পরিবর্তনের হার উক্ত বস্তুর উপর প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক, এবং বল

যেদিকে প্রযুক্ত হয় বস্তুর ভর বেগের পরিবর্তনের হারও সেদিকে হয়।'

অন্তরীক্ষ বাবু আগ্রহ সহকারে ছেলেটিকে বললেন- কী পড়ছো ?

সে বলল নিউটনের গতি সূত্র !

বাহ, শিখে ফেলেছো দেখছি ! নিউটের কুকুরের নাম জানের ছেলেটা মাথা নাড়লো- না সূচক !

''ডায়মন্ড''- ।ভারী গলায় বললেন অন্তরীক্ষ বাবু।

- একবার নিউটনের প্রিয় কুকুর ডায়মন্ড দৌড়ে এসে টেবিলে লাফিয়ে উঠলে জলন্ত মোম বাতি অনেক গুলি মূল্যবান কাগজে পরে নষ্ট করে দিয়েছিল। নিউটন পাগলের মতো চিৎকার করতে লাগলেন- 'ও ডায়মন্ড, দাও ডোন্ট নো হোয়াট- এ মিসচিভ দাওঁ হ্যাব ডান।'

ছেলেটা উৎসুক্য ছিল। মৌমিতা দেবী চা বিস্কুট আনতেই চোখের ইশারায় ছেলেটা পড়া ফেলে এ ঘর থেকে অন্য ঘরে চলে গেল।

চা খান। জানেন একদম পড়ে না। সামনে পরীক্ষা। ওর দিদি এসেছে, আর জামাই বাবুর সঙ্গেঁ টো টো..... এক নিশ্বাসে বলল মৌমিতা।

গামছা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে অর্দ্ধেন্দু কাছে এসে চেয়ার টেনে বসল। বুঝলেন দাদা, সব একা করতে হয় ! সংসারে কেউ কারো নয় !- স্বগোতক্তি করল অর্দ্ধেন্দু।

থামো, আর বলতে হবে না, কী করিৎকর্মা লোক হে.....মুখ ভেংচে বলল মৌমিতা।

অন্তরীক্ষ বাবু চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে বললেন- আহা ! কী হচ্ছে সক্কাল বেলা অর্দ্ধেন্দু !

এমন সময় বছর কুড়ি/ বাইশের একটা নব বিবাহিতা এসে ঘরে ঢুকলো সঙ্গে ছাব্বিশ/সাতাশের এক যুবা পুরুষ। মৌমিতা বলল- এসো, এসো তোমার। তনু প্রনাম কর, তোর জেঠু।

দু'জনেই প্রনাম করলে অন্তরীক্ষ বাবুকে । উনি আর্শীবাদ করে বললেন ভালো থেকো, সুখী হও, আজ চলি রে।

অন্তরীক্ষ বাবু দরজা ঠেলে সামনে পথে গিয়ে দাঁড়ালেন। প্রখর হলদে সৌরকিরনে তখন পথে অনেক যান বাহন চলাচল শুরু হয়েছে। অন্তরীক্ষ বাবু পেছনে তাকাতেই দেখতে পান অর্দ্ধেন্দু আসছে।

কী হে, আর আসতে হবে না- বললেন অন্তরীক্ষ।

নাহ, একটা সমস্যার কথা বলবো দাদা, এই জন্যই এসেছি অর্দ্ধেন্দু বলল।

- কী কথা ঘরেই বলতে পারতে !

- না, ওখানে বলা যাবে না !

- কেন !

- অসুবিধে আছে বৈকি !

তারপর অর্দ্ধেন্দু ইনিয়ে বিনিয়ে যা বললো তার সারাংশ হলো জামাই বাবাজী একখানা নিউ মডেলের সুপার ডিলাক্স গাড়ি ক্রয় করবেন তার জন্যে চার লাখ টাকা শ্বশুর মহাশয়ের কাছে চাইছেন। অর্দ্ধেন্দু রিটায়ার্ড করেছেন, এখনও পেনসন ক্লেয়ার হয়নি। কবে যে হবে 'দেবা ন জানন্তি'। আসলে সেনস অব ম্যাথামাটিকস এদেশের লোকের একদম নেই। জি, পি, এফ- গ্রুপ ইন্সিওরেন্স কমুটেড সব মিলিয়ে লাখ ছয়েক টাকা অর্দ্ধেন্দুর আছে। যা ছেলে-বৌ নিয়ে ভবিষ্যতের একমাত্র পাথেয়। তার উপর রোগ-শোক, সামাজিক কর্ত্তব্য, ছেলের শিক্ষা, অতিথি আপ্যায়ন, বিভিন্ন রাজনৈতিব দল আর ধর্মীয় গোষ্ঠির অনুষ্ঠানের চাঁদা এদেশে ক্রমশ বর্দ্ধমান.....

সব শোনার পর অন্তরীক্ষ বাবু কালো মোটা চশমাটা চোখের উপর থেকে নামিয়ে গম্ভীর হয়ে বললেন 'তা এতদিন পর তোমার কাছে 'পন' চাইছে জামাই বাবা।'

- 'নাহ, ঠিক ওভাবে বলেনি'- প্রায় চি চি করে পাখির মতো শব্দ কটি উচ্চারন করল অর্দ্ধেন্দু।

- 'রিকাভেবল' একটু জোরে বললেন অন্তরীক্ষ বাবু।

- না, একথা হয়নি। তবে....অর্দ্ধেন্দুকে থামিয়ে দিলেন অন্তরীক্ষ বাবু।

- এক কাজ করো অর্দ্ধেন্দু। জামাই বাবাকে বুঝিয়ে তোমার পারিবারিক, সামাজিক অবস্থার কথা বলো। তার পর না হয় বলবে গাড়ি কেনার জন্য ব্যাঙ্কিং ফাইন্সাস নিতে আর তখন ফর্স্ট,ডাউন মানির ইনস্টলমেন্টটা না হয় লাখ খানেক টাকা তুমি পেমেন্ট করবে। তার পরবর্তী ইনস্টল মেন্ট গুলো না হয় জামাই বা ওদের ফ্যামিলি কন্টিনোয়াস করবে। এদূর বলে অন্তরীক্ষ বাবু থামলেন।

- 'যাক, এই তো দাদার সঙ্গে আলাপ করে একটা যুক্তি পাওয়া গেল'- অর্দ্ধেন্দুর ঘর্মাক্ত মুখমন্ডলে একটু আলোর ঝিলিক খেলে গেল। তারপর উভয়ে যে যার পথে বিদায় জানিয়ে রওনা দিলেন।

'টুং' করে লাঠি দিয়ে অন্তরীক্ষ আঘাত করলেন সাত-নং লাইট পোষ্টে। না পোষ্টে ঠিক আছে। ইলেকট্রিক তার গুলোর মাঝখানে একটা বাদুর ঝুলে রয়েছে। অনেকটা-.... থাক,। আহা, কোন বাড়ির কলা বন, পেয়ারা, তালের রস চুষে খেয়ে বাড়ি ফির ছিল। এখানটাতেই মরল। দেখলেন ডানা দু'টো ছড়িয়ে আছে বাদুরটার। আচ্ছা বাদুরের কী বাড়ি,-ঘর আছে ? না সারাজীবন সে ঝুলে ঝুলেই জীবন কাটায়, অন্তরীক্ষ আর ভাবতে পারে না।

তাকিয়ে দেখলো পথের পাশের শিমুল গাছটায় কোন ছোট্ট বালকের একটা স্বপ্নের লাল- হলুদ- সবুজ রঙের ঘুড়ি আটকে রয়েছে। মৃদু হাওয়ায় দুলছে। অন্তরীক্ষ বাবুর মনে হলো এ রকম কত মানুষের রঙিন স্বপ্ন জীবন থেকে ছিঁড়ে গিয়ে হাওয়ায় দোলা খায়। হাওয়ায় বিলীন হয়।

অনেক দিন, প্রায় তিন মাস এ পথে আর সকাল-সন্ধ্যে আসা হয়নি অন্তরীক্ষ বাবুর। সস্ত্রীক ভ্রমনে গিয়েছিলেন সাউথে। ধর্মনগর থেকে নাইট সুপারে গৌহাটি, তারপর সোজা চেন্নাইয়ের এগমোড় ষ্টেসানে। বহু জায়গা বেড়ানো হল- তিরুপতি ধাম, মাদুরাইয়ের সীনাক্ষী মন্দির কন্যাকুমারী, বিবেকানন্দ রক, মেরিনা সি বীচ, কাঞ্চীপুরম, মহাবলীপুরম কত কী !! ঘুরতে ঘুরতে মনে হয়েছিল অন্তরীক্ষ বাবুর সত্যি পৃথিবীটাও ঘুরছে আর এই পৃথিবীতে একমাত্র পাখিরাই স্বাধীন। কারন ওদের কোন দেশে দেশান্তরের সীমানা নেই। তবু পাখিরা কেন ঘরে ফেরে..... অন্তরীক্ষ বাবুও সস্ত্রীকে ফিরলেন- 'মন চলো নিজ নিকেতনে....

চেন্নাইতে থাকতে অনেক বার অর্ধেন্দুকে মোবাইলে ধরার চেষ্টা করেও পাননি। তাই আজ ভাবলেন পড়ন্তবিকেলে আজ অর্ধেন্দুর বাড়ি হয়ে আসবেন।

- কি হে অর্ধেন্দু বাড়ি আছো নাকি ?- জোরে হাঁকলেন অন্তরীক্ষ বাবু।

ঘর থেকে ওর ছেলেটা বেড়িয়ে এলো। মুখটা মলিন। জামা-কাপড় মাথার চুল সব এলো মেলো। কেমন জানি একাট বিষাদ বিষাদ ভাব।

- এই যে, বাবা কোথায় ?

ছেলেটা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল- 'বাবা তো ঘরে নেই।' তারপর হাত ধরে টেনে ঘরে ঢুকিয়ে বলল- দেখুন জেঠু, মায়ের অবস্থা ! সারাক্ষন এই করছে.....

ঘরে আবছা আলো আঁধারিতে এলো কেশী অবিন্যস্ত কাপড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন মৌমিতা দেবী। হাতে একটা লাল ব্লাউজ। বার বার পাগলের মতো ব্লাউজের গন্ধ শুঁকছেন আর বলছেন- 'তুই এসেছিস মা;- 'তনু তুই এসেছিস'.....

কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখে অন্তরীক্ষ বাবু ঘর থেকে বেড়িয়ে এলেন।

অর্ধেন্দুর ছেলের মাথায় আলতো করে হাত রেখে অন্তরীক্ষ বাবু বললেন- 'কী হয়েছে বাবা জেঠু ?

ছেলেটির চোখে টলটল করে কপোল বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো। তারপর কান্না ভেজানো গলায় বলল- জেঠু, দিদি আর নেই। ওরা সবাই মিলে পুড়িয়ে..... কথা আর শোনা গেল না।

অন্তরীক্ষ বাবু আঁতকে উঠলেন। বুকের ভিতরে দুমড়ে মুচড়ে কে যেন তাঁকে ছুঁড়ে ফেলে দিল কোন অন্ধ গহ্বরে। ছেলেটাকে হাত দিয়ে সড়িয়ে টলতে টলতে অন্তরীক্ষ পথে এসে উঠলেন। তাঁর মনে হল আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়ে খাক হচ্ছে তনু নয়, পৃথিবী মাতার সন্তান।

পড়ন্ত বেলায় পাখিরা ঘরে ফিরছে।

সূর্য্যের রক্তিম আভায় লাল হয়ে গেছে দিগ বলয়।

অন্তরীক্ষ বাবু ঝাপসা চোখে দেখতে পেলেন সূর্য্যিটা আগুনে জ্বলছে, আর আগুনে গিলে খাচ্ছে হাজার হাজার পনগ্রস্থ পিতা-মাতা-তাদের সন্ততিদের।

'টঙ' করে সজোরে আঘাত কররেন অন্তরীক্ষ বাবু আট নং লাইট পোষ্টে। অস্থির চিত্তে তিনি শুনতে পাচ্ছেন আর্ত চিৎকার- 'তনু, মা আমার, এসেছিস আয় দেখ দেখ তোর ফেলে যাওয়া ব্লাউজে আমি তোর গন্ধ ঠিক পেয়েছি....."

আয় মা- আয়- আয়..... বুকে আয়.....

কোথায় গেলি.....